ত্রয়োদশ অধ্যায়

দারিদ্র্য বিমোচন

গত এক দশকে সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং সরকারি, বেসরকারি বহুবিধ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঠিক ও কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচনে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে। দারিদ্র্য হার হ্রাসের পাশাপাশি এর তীব্রতা এবং গভীরতাও ধারাবাহিকভাবে কমছে। দারিদ্র্য হার এক যুগের ব্যবধানে ১৮.২ পার্সেন্টেজ পয়েন্টস কমেছে (২০০৫ সালে দারিদ্র্য হার ছিল ৪০.০ শতাংশ, ২০১৮ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২১.৮ শতাংশে)। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৮.৬ শতাংশে কমিয়ে আনার লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য বাস্তবায়নে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা খাতকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এ খাতের মাত্রা, পরিধি ও বরাদ্দ প্রতি বছর বাড়ছে। সামাজিক নিরাপত্তা খাতের বরাদ্দের সঠিক ও কার্যকর বাস্তবায়নের জন্যে বাংলাদেশ সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক জীবনচক্র পদ্ধতি অনুসরণ করছে। এ লক্ষ্যে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণীত হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ৬৪,১৭৬.৪৮ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। সরকার টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর দারিদ্র্য দূরীকরণ ও ক্ষুধা নিবারণ লক্ষ্যমাত্রা পূরণে কাজ করছে। ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্য হার ৯.৭ শতাংশে এবং অপুষ্টির হার ১০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। দারিদ্র্য হ্রাসকরণে সরকারের গৃহীত নানা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ক্ষুদ্রঋণ প্রদানসহ নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের মাত্রা

দারিদ্র্য বিমোচন যে কোন দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির অন্যতম সূচক। সরকারি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, বেসরকারি বিনিয়োগ এবং বহুবিধ সামাজিক উদ্যোগের সমন্বিত প্রয়াসে গত এক দশকে বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ছিল ৫৬.৭ শতাংশ। 'SDGs: Bangladesh Progress Report-2018' অনুযায়ী এক যুগের ব্যবধানে ২০১৮ সালে দারিদ্র্যের হার হ্রাস পেয়ে ২১.৮ শতাংশে পৌঁছেছে। দারিদ্র্য বিমোচনের এ গতি অব্যাহত রেখে ২০২০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৮.৬ শতাংশে নামিয়ে আনতে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল অনেক দেশের চেয়ে এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও এখনও মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করছে। জনসংখ্যার এই অংশকে দরিদ্র রেখে কাঙ্ক্ষিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভবপর নয়। এ কারণে দেশের সকল নীতি নির্ধারণ ও উন্নয়ন কৌশলপত্রে দারিদ্র্য বিমোচনকে রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। দারিদ্র্য হ্রাসের ফলে বৈশ্বিক মানব উন্নয়ন সূচকেও বাংলাদেশ বেশ অগ্রগতি অর্জন করেছে। ২০১৮ সালের বৈশ্বিক মানব উন্নয়ন সূচকে (HDI) বাংলাদেশ আগের বছরের তুলনায় তিন ধাপ এগিয়েছে। 'Human Development Index-2018' অনুযায়ী বিশ্বের ১৮৯টি দেশের মধ্যে মানব উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৬তম। ২০১৬ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান তিন ধাপ নিম্নে অর্থাৎ ১৩৯তম ছিল।

দেশে দারিদ্র্য পরিমাপ পদ্ধতি

১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রথম খানা ব্যয় জরিপ (Household Expenditure Survey - HES) পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯১-৯২ সাল পর্যন্ত আরও কয়েকটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। খাদ্য শক্তি গ্রহণ (Food Energy Intake-FEI) এবং প্রত্যক্ষ ক্যালরি গ্রহণ (Direct Calory Intake-DCI) পদ্ধতিকে ভিত্তি ধরে এসব জরিপ পরিচালনা করা হয়। দৈনিক জনপ্রতি ২,১২২ কিলোক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণকে অনপেক্ষ দারিদ্র্য (Absolute Poverty) এবং ১,৮০৫ কিলোক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণকে চরম দারিদ্র্য (Hard Core Poverty) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ১৯৯৫-৯৬ সালে পরিচালিত খানা জরিপে প্রথমবারের মতো মৌলিক চাহিদা ব্যয় (Cost of Basic Needs-CBN) পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। নতুন করে এই জরিপের নামকরণ করা হয় খানা আয়-ব্যয় জরিপ (Household Income and Expenditure Survey-HIES)। ২০০০ সাল হতে ২০১০ সাল পর্যন্ত প্রতি পাঁচ বছর অন্তর পরিচালিত জরিপে একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে দারিদ্র্য পরিমাপে খাদ্য বহির্ভূত (Non Food)

ভোগ্যপণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০১৬ সালে সর্বশেষ খানা আয়-ব্যয় জরিপ পরিচালনা করা হয়। উক্ত জরিপের ভিত্তিতে দারিদ্র্যের গতিধারা বর্ণনা করা হলো।

দারিদ্র্য হ্রাসের গতিধারা

উচ্চ দারিদ্র্য রেখার হিসেব অনুযায়ী ২০১০-২০১৬ মেয়াদে জাতীয় পর্যায়ে আয় দারিদ্র্য ৭.২ পার্সেন্টেজ পয়েন্টস হ্রাস পেয়েছে (৩১.৫% থেকে ২৪.৩%)। এ সময়ে যৌগিক হারে দারিদ্র্য হ্রাসের পরিমাণ ছিল গড়ে ৪.২৩ শতাংশ। তবে আগেকার মত পল্লী এলাকার চেয়ে শহরাঞ্চলে অধিক হারে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে (শহরাঞ্চল ৪.৬৮%, পল্লী অঞ্চল ১.৯৭%)। অপরদিকে,আগের পাঁচ বছরে (২০০৫ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে) আয় দারিদ্র্য ৮.৫ পার্সেন্টেজ পয়েন্টস কমেছে (৪০.০০% থেকে ৩১.৫%)। একই সময়ে দারিদ্র্য হ্রাসের বার্ষিক যৌগিক হার ছিল ৪.৬৭ শতাংশ। প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ২০১৮ সালে উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী দারিদ্র্য হার ২১.৮ শতাংশ এবং নিম্ন দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী দারিদ্র্য হার ১১.৩ শতাংশ।

সারণি ১৩.১: আয়-দারিদ্র্যের গতিধারা

	২০১৬	২০১০	বার্ষিক পরিবর্তন (%) (২০১০-২০১৬)	২০০৫	বার্ষিক পরিবর্তন (%) (২০০৫-২০১০)
মাথা-গণনা সূচক					
জাতীয়	২৪.৩	৩১.৫	-৪.২৩	৪০.০	-৪.৬৭
শহর	১৮.৯	২১.৩	-৪.৬৮	২৮.৪	-৫.৫৯
পল্লী	২৬.৪	৩৫.২	-১.৯৭	৪৩.৮	-৪.২৮
দারিদ্র্যব্যবধান					
জাতীয়	৫.০	৬.৫	-৪.২৮	১২.৮	-৬.৩
শহর	৩.৯	৪.৩	-১.৬১	৯.১	-৭.৯৩
পল্লী	৫.৪	৭.৪	-৫.১২	১৩.৭	-৫.৪৬
দারিদ্র্য ব্যবধানের বর্গ					
জাতীয়	১.৫	২.০	-৪.৬৮	৪.৬	-৮.৮১
শহর	১.২	১.৩	-১.৩৩	৩.৩	-৮.৬৪
পল্লী	১.৭	২.২	-৪.২১	৪.৯	-৮.৭৫

উৎসঃ খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১৬

মাথাপিছু মাসিক আয়, ব্যয় ও ভোগ-ব্যয়

১৯৯৫-৯৬ থেকে সাল ২০১৬ সাল পর্যন্ত পরিচালিত খানা আয়-ব্যয় জরিপের আলোকে খানার মাসিক নামিক (Nominal) আয়, ব্যয় এবং ভোগব্যয় এর সারণি ১৩.২ এ বর্ণনা করা হলোঃ

সারণি ১৩.২:মাথাপিছু মাসিক আয়, ব্যয় ও ভোগ-ব্যয় পরিস্থিতি:

জরিপ বৎসর	অঞ্চল	মাসিক গড় আয়	মাসিক গড় ব্যয়	মাসিক গড় ভোগব্যয়
২০১৬	জাতীয়	১৫৯৪৫	১৫৭১৫	১৫৪২০
	পল্লী	১৩৩৫৩	১৪১৫৬	১৩৬৬৮
	শহর	২২৫৬৫	১৯৬৯৭	১৯৩৮৩
২০১০	জাতীয়	১১৪৭৯	১১২০০	১১০০৩
	পল্লী	৯৬৪৮	৯৬১২	৯৪৩৬
	শহর	১৬৪৭৫	১৫৫৩১	১৫২৭৬
২০০৫	জাতীয়	৭২০৩	৬১৩৪	৫৯৬৪
	পল্লী	৬০৯৬	৫৩১৯	৫১৬৫
	শহর	১০৪৬৩	৮৫৩৩	৮৩১৫
২০০০	জাতীয়	৫৮৪২	৪৮৮৬	৪৫৪২
	পল্লী	৪৮১৬	৪২৫৭	৩৮৭৯
	শহর	৯৮৭৮	৭৩৬০	৭১৪৯
১৯৯৫-৯৬	জাতীয়	৪৩৬৬	৪০৯০	৪০২৬
	পল্লী	৩৬৫৮	৩৪৭৩	৩৪২৬
	শহর	৭৯৭৩	৭২৭৪	৭০৮৪

উৎসঃ খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১৬

সারণি ১৩.২ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- মাথাপিছু আয়, ব্যয় ও ভোগব্যয় তিনটি অনুষঙ্গই ক্রমশ বাড়ছে।
- ১৯৯৫-৯৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে মাসিক নামিক আয় ছিল ৪,৩৬৬ টাকা। দুই দশকের ব্যবধানে তা ২.৬৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬ সালে হয়েছে ১৫,৯৪৫ টাকা। আয়ের পাশাপাশি ব্যয় ও ভোগব্যয়ের পরিমাণও বেড়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে মাথাপিছু মাসিক ব্যয় ছিল ৪,০৯০ টাকা, ২০১৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫,৭১৫ টাকায়। বৃদ্ধির পরিমাণ ২.৮৪ গুন।
- অন্যদিকে, ১৯৯৫-৯৬ সালে ভোগব্যয়ের পরিমাণ জাতীয় পর্যায়ে ছিল ৪,০২৬ টাকা; ২০১৬ সালের জরিপে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৫,৪২০ টাকা।
- সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১৯৯৫-৯৬ সাল থেকে ২০১৬ পর্যন্ত আয়ের চেয়ে ব্যয় ও ভোগব্যয় বৃদ্ধির হার তুলনামূলক বেশি।
- ২০১৬ সালে প্রথমবারের মত পল্লী অঞ্চলে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেড়েছে।

পরিবারভিত্তিক আয় বণ্টন এবং জিনি অনুপাত

২০১৬ এবং ২০১০ সালে পরিচালিত খানা আয়-ব্যয় জরিপে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী পরিবারভিত্তিক আয় বণ্টনের শতকরা হার এবং জিনি অনুপাত সারণি ১৩.৩ এ উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.৩: জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক আয় বণ্টন (শতাংশ) এবং জিনি অনুপাত

পরিবার গ্রুপ	২০১৬			২০১০		
	মোট	পল্লী	শহর	মোট	পল্লী	শহর
জাতীয় পর্যায়	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
সর্বনিম্ন ৫%	০.২৩	০.২৫	০.২৭	০.৭৮	০.৮৮	০.৭৬
ডিসাইল-১	১.০১	১.০৬	১.১৬	২.০০	২.২৩	১.৯৮
ডিসাইল -২	২.৮৩	৩.০০	২.৯৯	৩.২২	৩.৫৩	৩.০৯
ডিসাইল -৩	৪.০৪	৪.৩৩	৪.১৮	৪.১০	৪.৪৯	৩.৯৫
ডিসাইল -৪	৫.১৩	৫.৪৭	৪.৯৯	৫.০০	৫.৪৩	৫.০১
ডিসাইল -৫	৬.২৩	৬.৬৩	৫.৯১	৬.০১	৬.৪৩	৬.৩১
ডিসাইল -৬	৭.৫১	৭.৯৫	৭.১৭	৭.৩২	৭.৬৫	৭.৬৪
ডিসাইল -৭	৯.১২	৯.৪৪	৮.৩৫	৯.০৬	৯.৩১	৯.৩০
ডিসাইল -৮	১১.১৩	১১.৭৮	১০.৪৯	১১.৫০	১১.৫০	১১.৮৭
ডিসাইল -৯	১৪.৮৪	১৫.৪৯	১৩.৩১	১৫.৯৪	১৫.৫৪	১৬.০৮
ডিসাইল -১০	৩৮.১৬	৩৪.৮৪	৪১.৪৪	৩৫.৮৪	৩৩.৮৯	৩৪.৭৭
সর্বোচ্চ ৫%	২৭.৮৯	২৪.২৫	৩২.১২	২৪.৬১	২২.৯৩	২৩.৩৯
জিনি অনুপাত	০.৪৮৩	০.৪৫৪	০.৪৯৮	০.৪৫৮	০.৪৩০	০.৪৫২

উৎসঃ খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১৬।

সারণি ১৩.৩ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে,

- ২০১০ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে আয় বণ্টন অংশে বিভিন্ন ডিসাইলভুক্ত পরিবারে হ্রাস-বৃদ্ধি উভয়টিই ঘটেছে। 'খানা-আয় ব্যয় জরিপ, ২০১৬' অনুয়ায়ী ডিসাইল ১-৫ ভুক্ত পরিবারগুলো দেশের অর্ধেক জনসংখ্যাকে প্রতিনিধিত্ব করলেও, তাদের আয় সম্মিলিতভাবে জাতীয় আয়ের ১৯.২৪ শতাংশ। অথচ, ২০১০ সালের জরিপ অনুযায়ী এই ৫টি ডিসাইলভুক্ত পরিবারে আয় ছিল জাতীয় আয়ের ২০.৩৩ শতাংশ। এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, নিচের ৫টি ডিসাইলভুক্ত পরিবারের মোট আয় ৬ বছরের ব্যবধানে ১.০৯ শতাংশ কমেছে।
- সর্বনিম্ন ৫ শতাংশ পরিবারের আয়ও ২০১০ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। ২০১০ সালে তাদের আয় ছিল জাতীয় আয়ের ০.৭৮ শতাংশ, ২০১৬ সালে তা হ্রাস পেয়ে ০.২৩ শতাংশ হয়েছে। অন্যদিকে, একই সময়ে সর্বোচ্চ ৫ শতাংশ পরিবারের আয় ৩.২৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বোপরি, জিনি অনুপাত ২০১০ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে ।

পরিবারভিত্তিক ব্যয় বন্টন (শতাংশ)

সারণি ১৩.৪ এ জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক ব্যয় বণ্টন তুলে ধরা হলো:

সারণি ১৩.৪: জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক ভোগব্যয় বণ্টন (শতাংশ)এবং জিনি অনুপাত

পরিবার গ্রুপ	২০১৬			২০১০		
	মোট	পল্লী	শহর	মোট	পল্লী	শহর
জাতীয় পর্যায়	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
ডিসাইল-১	৩.৭	৪.০০	৩.৪৪	৩.৮৫	৪.৩৬	৩.৪০
ডিসাইল -২	৪.৯৪	৫.২৮	৪.৭৫	৫.০০	৫.৫৭	৪.৬৬
ডিসাইল -৩	৫.৮০	৬.১৪	৫.৬৭	৫.৮৪	৬.৪১	৫.৫৪
ডিসাইল -৪	৬.৬৪	৬.৯৬	৬.৫৫	৬.৬৩	৭.২২	৬.৪২
ডিসাইল -৫	৭.৫১	৭.৮১	৭.৫১	৭.৪৮	৮.০৩	৭.৩৭
ডিসাইল -৬	৮.৫৪	৮.৭৯	৮.৬০	৮.৪৮	৮.৯৭	৮.৪৮
ডিসাইল -৭	৯.৮৪	৯.৯৪	১০.০৭	৯.৭৩	১০.০১	১০.০১
ডিসাইল -৮	১১.৫৯	১১.৫৮	১১.৯১	১১.৪৯	১১.৬৩	১২.০৩
ডিসাইল -৯	১৪.৬১	১৪.১৫	১৫.২৬	১৪.৫৯	১৪.০৭	১৫.০৬
ডিসাইল -১০	২৬.৮৩	২৫.৩৫	২৬.২৩	২৬.৯০	২৩.৬৩	২৭.০৩
জিনি অনুপাত	০.৩২৪	০.৩০০	০.৩৩০	০.৩২১	০.২৭৫	০.৩৩৮

উৎসঃ খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১৬।

সারণি ১৩.৪ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে,

- ডিসাইল-১,২,৩ ও ১০ ভুক্ত পরিবারের ভোগব্যয় ২০১০ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে কিছুটা কমেছে। অন্যান্য ডিসাইলভুক্ত পরিবারের ভোগব্যয় ২০১০ সালের চেয়ে সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। হ্রাস-বৃদ্ধির এই পরিমাণ অতি অল্প।
- একই সময়ে জিনি অনুপাত সামান্য বেড়েছে (২০১০ সালে ছিল ০.৩২১%, ২০১৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ০.৩২৪%)
- শহর এলাকায় জিনি অনুপাত সামান্য হ্রাস পেয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে, ভোগব্যয়ের ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য শহরাঞ্চলে সামান্য কমেছে। অন্যদিকে, পল্লী এলাকায় জিনি অনুপাত কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আটটি বিভাগে দারিদ্র্যের হার

মৌলিক চাহিদা ব্যয় (Cost of Basic Needs-CBN) পদ্ধতিতে দেশের আটটি প্রশাসনিক বিভাগের দারিদ্র্য হার সারণি ১৩.৫ এ তুলে ধরা হলো:

সারণি ১৩.৫: বিভাগীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য হার

বিভাগ	২০১৬			২০১০		
	উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী					
	মোট	পল্লী	শহর	মোট	পল্লী	শহর
ঢাকা	১৬.০	১৯.২	১২.৫	৩০.৫	৩৮.৮	১৮.০
সিলেট	১৬.২	১৫.৬	১৯.৫	২৮.১	৩০.৫	১৫.০
চট্টগ্রাম	১৮.৪	১৯.৪	১৫.৯	২৬.২	৩১.০	১১.৮
বরিশাল	২৬.৫	২৫.৭	৩০.৪	৩৯.৪	৩৯.২	৩৯.৯
খুলনা	২৭.৫	২৭.৩	২৮.৩	৩২.১	৩১.০	৩৫.৮
রাজশাহী	২৮.৯	৩০.৬	২২.৫	২৯.৮	৩০.০	২৯.০
ময়মনসিংহ	৩২.৮	৩২.৯	৩২	-	-	-
রংপুর	৪৭.২	৪৮.২	৪১.৫	৪২.৩	৪৪.৫	২৭.৯
	নিম্ন দারিদ্র্য রেখা অনুযায়ী					
ঢাকা	৭.২	১০.৭	৩.৩	১৫.৬	২৩.৫	৩.৮
চট্টগ্রাম	৮.৭	৯.৬	৬.৫	১৩.১	১৬.২	৪.০
সিলেট	১১.৫	১১.৮	৯.৫	২০.৭	২৩.৫	৫.৫
খুলনা	১২.৪	১৩.১	১০.০	১৫.৪	১৫.২	১৬.৪
রাজশাহী	১৪.২	১৫.২	১০.৭	২১.৬	২২.৭	১৫.৬
বরিশাল	১৪.৫	১৪.৯	১২.২	২৬.৭	২৭.৩	২৪.২
ময়মনসিংহ	১৭.৬	১৮.৩	১৩.৮	-	-	-
রংপুর	৩০.৫	৩১.৩	২৬.৩	২৭.৭	২৯.৪	১৭.২

উৎসঃ খানা আয় ও ব্যয় জরিপ, ২০১৬।

সারণি ১৩.৫ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে,

- ২০১০ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে দেশের অন্যান্য সকল বিভাগে দারিদ্র্য হার কমলেও রংপুর বিভাগে এ হার ২.৮ শতাংশ বেড়েছে।
- ঢাকা বিভাগে দারিদ্র্য হার সবচেয়ে কম, অন্যদিকে রংপুর বিভাগে এ হার সর্বোচ্চ।
- ঢাকা বিভাগে দারিদ্র্য হ্রাসের হার সবচেয়ে বেশি (৪৭.৫৪%)।
- খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগে পল্লীঅঞ্চলের চেয়ে শহরাঞ্চলে দারিদ্র্য হার বেশি।
- চট্টগ্রাম ও সিলেটে শহরাঞ্চলের দারিদ্র্য পরিস্থিতি ২০১০ সালের চেয়ে ২০১৬ সালে বেশি, তবে পল্লী অঞ্চলে কম।

দারিদ্র্য পরিস্থিতির চিত্র

২০১৬ সালের সর্বশেষ খানা আয়-ব্যয় জরিপ অনুযায়ী দেশে দারিদ্র্যের হার ২৪.৩ শতাংশ। তবে, পরিকল্পনা কমিশনের 'SDGs: Bangladesh Progress Report-2018' অনুযায়ী বর্তমানে দারিদ্র্যের হার কমে দাঁড়িয়েছে ২১.৮ শতাংশে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০২০ সালের মধ্যে উচ্চ দারিদ্র্য রেখা অনুয়ায়ী দারিদ্র্যের হার ১৮.৬ শতাংশ এবং নিম্ন দারিদ্র্যের রেখা ব্যবহার করে দারিদ্র্য হার ৮.৯ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সারণি ১৩.৬ এ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী উচ্চ এবং নিম্ন দারিদ্র্য রেখা ব্যবহার করে দারিদ্র্য নিরসনের প্রক্ষেপণ দেখানো হলোঃ

সারণি ১৩.৬: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দারিদ্র্য হ্রাসকরণের লক্ষ্যমাত্রা

দারিদ্র্যের রেখা	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০
মধ্যম দারিদ্র্য হ্রাসকরণ					
দারিদ্র্য স্থিতিস্থাপকতা	-০.৯৩	-০.৯৩	-০.৯৩	-০.৯৩	-০.৯৩
দারিদ্র্যের উচ্চ সীমারেখা (জনসংখ্যার %)	২৩.৫	২২.৩	২১.০	১৯.৮	১৮.৬
চরম দারিদ্র্য হ্রাসকরণ					
দারিদ্র্য স্থিতিস্থাপকতা	-১.১৯	-১.১৯	-১.১৯	-১.১৯	১.১৯
দারিদ্র্যের নিম্ন সীমারেখা (জনসংখ্যার %)	১২.১	১১.২	১০.৪	৯.৭	৮.৯

উৎসঃ সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ,পরিকল্পনা কমিশন।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ও বাংলাদেশ

জাতিসংঘ ২০১৬-২০৩০ সাল মেয়াদে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য (এসডিজি) ঘোষণা করেছে। একে 'এজেন্ডা - ২০৩০' নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যকর করার প্রত্যয়ে ১৭টি অভীষ্ট লক্ষ্য (Goals) ও ১৬৯টি লক্ষ্য (Targets) এবং ২৪১টি সূচক (Indicators) নিয়ে এসডিজি ঘোষিত হয়েছে। বাংলাদেশে এসডিজি'র কার্যক্রম সঠিকভাবে পর্যালোচনার জন্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মুখ্য এসডিজি সমন্বয়ক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ এ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমে সাচিবিক দায়িত্ব পালন করছে।

যথাযথভাবে এসডিজি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে সঠিক তথ্য প্রাপ্তির জন্য 'Data Gap Analysis for Sustainable Development Goals (SDGs): Bangladesh Perspective' প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়েছে।

এসডিজি বাস্তবায়নে কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে তা প্রাক্কলনের জন্য 'SDG Financing Strategy: Bangladesh Perspective' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য একটি জাতীয় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো 'National Monitoring and Evaluation Framework of SDG's: Bangladesh Perspective' প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সামাঞ্জস্য রেখে এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক পরিকল্পনা 'Action Plan to Implement SDGs through FYPs' প্রনয়ণ করা হচ্ছে। বিগত তিন বছরে এসডিজি'র বাস্তবায়ন

অগ্রগতি নিয়ে 'Sustainable Development Goals: Bangladesh Progress Report-2018' শীর্ষক আরেকটি বই প্রকাশ করা হয়েছে। এতে এসডিজি বাস্তবায়নে ১৭টি অভীষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের নির্দেশনাও প্রদান করা হয়েছে।

চলমান সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম

সহায় সম্বলহীন জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক জীবনচক্র পদ্ধতিকে ভিত্তি ধরে বাংলাদেশ সরকার এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ৬৪,১৭৬.৪৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা মোট বাজেটের ১৩.৮১ শতাংশ এবং জিডিপির ২.৫৩ শতাংশ। জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা, অতি দরিদ্র ও দুঃস্থদের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও টেস্ট রিলিফ ছাড়াও বেশ কিছু কার্যক্রম সরকার পরিচালনা করছে। এদের মধ্যে 'একটি বাড়ি একটি খামার', 'আশ্রয়ণ', 'গৃহায়ন', 'ঘরে ফেরা' কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও,বয়স্ক ভাতা, দুঃস্থ মহিলা ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাদের ভাতা প্রদানের মাধ্যমে সরকার দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে কাজ করছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করা এবং সেই সঞ্চয় গ্রামীণ অর্থনীতিতে ব্যবহার করার লক্ষ্যে একটি পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (National Social Security Strategy) প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশে বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহকে সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক জীবনচক্র পদ্ধতির ভিত্তিতে পাঁচটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। মূল শ্রেণিভিত্তিক কর্মসূচিগুলো হলো: (ক) শিশুদের জন্য কর্মসূচি, (খ) কর্ম উপযোগী নাগরিকদের জন্য কর্মসূচি, (গ) বয়স্কদের জন্য পেনশন ব্যবস্থা, (ঘ) প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসূচি এবং (ঙ) ক্ষুদ্র ও বিশেষ কর্মসূচি।

বর্তমানে যে সব মন্ত্রণালয় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে তাদের পাঁচটি গুচ্ছে বিন্যস্ত করা হয়েছে। গুচ্ছ গুলো হলো: (ক) সামাজিক ভাতা; (খ) খাদ্য নিরাপত্তা ও দুর্যোগ সহায়তা; (গ) সামাজিক বীমা; (ঘ) শ্রম/ জীবিকায়ন এবং (ঙ) মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক ক্ষমতায়ন। প্রতিটি গুচ্ছের সমন্বয়কের দায়িত্বে থাকবে একটি লীড মন্ত্রণালয় এবং বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় তাদের নিজস্ব কর্মসূচিগুলোর নকশা প্রণয়ন ও তা কার্যকর করার দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে। গুচ্ছের বিষয়বস্তুর সাথে বলিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে এমন একটি মন্ত্রণালয় ঐ গুচ্ছ সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর পরিধি ও প্রসার বিবেচনায় এর ব্যয় সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে অর্থাৎ ২০২০ সালে জিডিপি'র ৩ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- বয়স্ক, দুঃস্থ মহিলা, মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী, এতিম প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ভাতা হিসেবে নগদ প্রদান ও খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রমের পরিধি ও বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- বয়স্ক ভাতা খাতে ২,৪০০.০০ কোটি টাকা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের জন্য ৮৪০.০০ কোটি টাকা এবং মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা বাবদ ৩,৩০৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।
- পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ) এর কাছে ন্যস্ত ক্ষুদ্রঋণ ও বিনিয়োগ তহবিলসমূহের সঞ্চালন গতি বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ খাতে চলতি অর্থবছরে মোট ৭১৭.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এর মধ্যে পিকেএসএফ এর আর্থিক পরিসেবা কর্মসূচি বাবদ ২৩২.০০ কোটি টাকা, এসডিএফএর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাবদ ৪২৫.০০ কোটি টাকা এবং মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থান ক্ষুদ্রঋণ বাবদ ৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
- পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বিসিক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিদ্যমান ঘূর্ণায়মান ক্ষুদ্রঋণ তহবিলসমূহের সঞ্চালন ও প্রচলন গতি বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।

উপরি-উক্ত উদ্যোগসহ আরও কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতে ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ সারণি ১৩.৭ এ উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.৭ সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাত

(কোটি টাকায়)

কার্যক্রম	২০১৭-১৮ (সংশোধিত)	২০১৮-১৯ (মূল বাজেট)
নগদ প্রদানসহ (বিভিন্ন ভাতা), সামাজিক ক্ষমতায়ন ও অন্যান্য কার্যক্রম	১৮৬৪৯.৯৮	৩২৭৮৩.০১
খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহঃ সামাজিক নিরাপত্তা	৯৪৭০.১০	১০৪৫৭.১৬
ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি, সামাজিক ক্ষমতায়ন	৫৫৭.০০	৭১৭.০০
বিভিন্ন তহবিল, সামাজিক ক্ষমতায়ন	৫৫৪.৬৫.	৭৮৮.৩০
বিভিন্ন তহবিল ও কার্যক্রম, সামাজিক নিরাপত্তা	৯৯০.৮৭	১৪৩১.৭৫
চলমান উন্নয়ন প্রকল্প	১৭৩১৯.৯০	১৫৬৭৮.৫৭
নতুন উন্নয়ন প্রকল্প	৯৮১.৩৩	২৩২০.৯০
মোট	**৪৮৫২৩.৮৩**	**৬৪১৭৬.৪৮**

উৎসঃ অর্থ বিভাগ।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম

সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় খাদ্য সহায়তা, কাজের বিনিময়ে খাদ্য, খোলা বাজারে পণ্য বিক্রিসহ নানাবিধ কর্মসূচির পাশাপাশি সরকার নগদ অর্থ সহায়তাও প্রদান করে থাকে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে নগদ প্রদানসহ (বিভিন্ন ভাতা), সামাজিক ক্ষমতায়ন ও অন্যান্য কার্যক্রমে ৩২,৭৮৩.০১ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কিছু কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে উপস্থাপন করা হলোঃ

বয়স্ক ভাতা কর্মসূচিঃ দেশের মোট জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ বয়স্ক ও কর্মক্ষম নয়। এদের অনেকেই দারিদ্র্যক্লিষ্ট। অবহেলিত বয়স্ক এসব জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছর থেকে সরকার বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম চালু করে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২,৪০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান অর্থবছরে বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ৫ লক্ষ বৃদ্ধি করে ৪০ লক্ষ জন করা হয়েছে। জনপ্রতি মাসিক ৫০০ টাকা করে এ ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রমঃ ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছর থেকে দরিদ্র,অসহায় ও অবহেলিত মহিলা জনগোষ্ঠী বিশেষ করে বিধবাদের জন্য ভাতা প্রদান কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে মোট ১৪ লক্ষ বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাকে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। বিগত অর্থবছরে এ সংখ্যা ছিল ১২.৬৫ লক্ষ জন। এ খাতে বরাদ্দের পরিমাণও আগের অর্থবছরের তুলনায় ৮১.০০ কোটি টাকা বাড়িয়ে মোট ৮৪০.০০ কোটি টাকা করা হয়েছে। প্রতি দুঃস্থ মহিলাকে মাসিক ৫০০ টাকা হারে এ ভাতা প্রদান করা হয়।

দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতাঃ ২০০৭-০৮ অর্থবছরে প্রথমবারের মত মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান চালু করা হয়। এর আওতায় মূলত পল্লী এলাকার দরিদ্র মায়েদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। এ কার্যক্রমের আওতায় দরিদ্র গর্ভবতী মহিলাদের ভাতা প্রদানের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। আগে মাসিক ৫০০ টাকা হারে এ ভাতা প্রদান করা হতো। চলতি অর্থবছর থেকে দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন মাসিক ভাতা ৮০০ টাকা করা হয়েছে। এছাড়া, ভাতা প্রদানের মেয়াদও ২৪ মাস থেকে বৃদ্ধি করে ৩৬ মাস করা হয়েছে। পাশাপাশি ভাতা গ্রহিতার সংখ্যা ৬ লক্ষ জন থেকে বাড়িয়ে ৭ লক্ষ জন করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ খাতে ৬৯৩.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিলঃ ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়। শহরাঞ্চলে কর্মজীবী দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য ও তাদের গর্ভস্থ সন্তান বা নবজাত শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তার উদ্দেশ্যে এই ভাতা প্রদান করা হয়। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর গার্মেন্টস এলাকা এবং দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভাকে এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে। ইতঃপূর্বে একজন মাকে মাসে ৫০০ টাকা করে ২৪ মাস পর্যন্ত এ সহায়তা প্রদান করা হতো। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভাতার পরিমাণ ও মেয়াদ দু'টিই বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে একজন মাকে মাসে ৮০০ টাকা করে ৩৬ মাস পর্যন্ত এ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া, ভাতাভোগীর সংখ্যা আগের অর্থবছরের চেয়ে ৫০ হাজার জন বৃদ্ধি করে ২.৫ লক্ষ জন করা হয়েছে। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ খাতে ২৪৮.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতাঃ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মান্নোনয়নে সরকার

নিরলসভাবে কাজ করছে। বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধারা মাসিক ১০ হাজার টাকা করে সম্মানী পাচ্ছেন। এছাড়া, একই হারে বছরে দুটি উৎসব ভাতাও দেয়া হচ্ছে। খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানীও বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে বীরশ্রেষ্ঠদের ৩৫ হাজার টাকা, বীর উত্তমদের ২৫ হাজার টাকা, বীর বিক্রমদের ২০ হাজার টাকা এবং বীর প্রতিকদের ১৫ হাজার টাকা করে মাসিক সম্মানী প্রদান করা হয়। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা ও উৎসব ভাতার পাশাপাশি ২ হাজার টাকা করে বাংলা নববর্ষ ভাতা দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও, সকল জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের জনপ্রতি ৫ হাজার টাকা করে বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ সম্মানী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা বাবদ ৩,৩০৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। কর্মসূচিটি মুক্তিযোদ্ধাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সম্মানী ভাতাঃ মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের পরিবারবর্গ ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণেও সরকার কাজ করছে। শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সম্মানী ভাতার জন্যে পৃথক কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২৯৫.০৭ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কর্মসূচিটি মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং সুস্বাস্থ্য রক্ষায় ভূমিকা রাখছে।

মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচিঃ মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে এ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষিতদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়। ২০০৩-০৪ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে ৩৭.৭৫ কোটি টাকা এ কর্মসূচির অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ কর্মসূচির জন্য ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এছাড়া, চলতি অর্থবছরে ১০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ এবং ১৪.০০ কোটি টাকা ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতাঃ অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। সরকারের হয়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় ১.৭৫ লক্ষ জন বৃদ্ধি করে ১০ লক্ষ জন করা হয়েছে। জনপ্রতি মাসিক ৭০০ টাকা হারে এই ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ বাবদ মোট ৮৪০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

প্রতিবন্ধীদের জন্য বৃত্তিঃ প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০০৭-০৮ অর্থবছর হতে শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ৯০ হাজার প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ সংখ্যা ছিল ৮০ হাজার জন। এছাড়া, চলতি বছর থেকে মাসিক উপবৃত্তির পরিমাণও বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে জনপ্রতি প্রাথমিক স্তরে মাসিক ৭০০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে ৭৫০ টাকা এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৮৫০ টাকা করে মাসিক উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। এ জন্যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ৮০.৩৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এছাড়া, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য পরিচালিত বিশেষ বিদ্যালয়গুলোর জন্যও মঞ্জুরি প্রদান করা হচ্ছে। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ কর্মসূচির আওতায় ২৩.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র (ওয়ান স্টপ সার্ভিস): দেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি ও অন্যান্য চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রথমবারের মত প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু করা হয়। এ খাতে চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ৩.৭৬ লক্ষ প্রতিবন্ধীকে সহায়তার লক্ষ্যে ৬৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

অটিজমঃ 'নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩' এর আওতায় একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে। ট্রাস্টের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২৭.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এ ট্রাস্টের মাধ্যমে অটিস্টিক শিশুদের সুযোগ-সুবিধা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ফাউন্ডেশনের নিজস্ব ক্যাম্পাসে অটিজম রিসোর্স সেন্টার চালু করা হয়। চালু হওয়ার পর থেকে এ কেন্দ্র থেকে অটিস্টিক শিশু/ব্যক্তিকে বিনামূল্যে বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

এতিম শিশুদের খোরাকী ভাতাঃ সরকারি শিশু পরিবার ও অন্যান্য বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে বসবাসরত এতিম শিশুদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিয়েছে সরকার। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকার এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এসব প্রতিষ্ঠানে নিবাসী শিশুদের খোরাকী ভাতা হিসেবে ৫৪.৬৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

বেসরকারি এতিমখানার ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টঃ সরকারি এতিমখানার পাশাপাশি বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত এতিমখানায় বসবাসরত এতিম শিশুদের কল্যাণে সরকার সহায়তা করে আসছে। ক্যাপিটেশন গ্রান্টস হিসেবে এ অনুদান প্রদান করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে ৯৮ হাজার এতিম শিশুর জন্য ১০৩.৬৮ কোটি টাকা ক্যাপিটেশন গ্রান্টস হিসেবেবরাদ্দ রাখা হয়েছে।

বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমঃ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়। কতিপয় অপরিহার্য পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত দলিত, হরিজন ও বেদে সম্প্রদায়কে সমাজের মূলস্রোতধারায় নিয়ে আসতে প্রাথমিকভাবে ৭টি জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে এ কার্যক্রম চালু করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ৬৪টি জেলায় এ কার্যক্রম বিস্তৃত হয়েছে। এছাড়া, এসব সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের সরকার উপবৃত্তি প্রদান করছে। বর্তমানে জনপ্রতি প্রাথমিক স্তরে ৭০০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে ৮০০ টাকা এবং উচ্চতর স্তরে ১,২০০ টাকা করে মাসিক উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমঃ পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অবহেলিত হিজড়া সম্প্রদায়কে সমাজের মূলস্রোতধারায় নিয়ে আসতে সরকার কাজ করছে। হিজড়াদের সার্বিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রথমবারের মত ৭টি জেলায় এ কার্যক্রম চালু করা হয়। বর্তমানে সকল জেলায় এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৭ হাজার হিজড়াকে সহায়তার লক্ষ্যে ১১.৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

খাদ্য সাহায্য কর্মসূচির আওতায় চলমান বিভিন্ন কর্মসূচির অগ্রগতি

ওএমএস কর্মসূচিঃ নিম্ন আয়ের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার খোলা বাজারে বিক্রয় (ওএমএস) কর্মসূচি চালু করে। এ কর্মসূচির আওতায় বিশেষ ভর্তুকির মাধ্যমে বাজার মূল্যের চেয়ে কম দামে খাদ্য সামগ্রী বিক্রয় করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ১.২১ কোটি দরিদ্র মানুষকে ওএমএস কর্মসূচির আওতাভুক্ত রাখা হয়েছে এবং ৮৩২.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

কাজের বিনিময় টাকা (কাবিটা) কর্মসূচিঃ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কারের লক্ষ্যে কাজের বিনিময় টাকা (কাবিটা) কর্মসূচিটি চালু করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কাবিটার জন্য চলতি অর্থবছরে ৭২০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

ভিজিডিঃ এ কর্মসূচির জন্য ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১,৬০৫.৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। চলতি অর্থবছরে তা বৃদ্ধি করে ১,৬৮৫.০৭ কোটি টাকা করা হয়েছে। ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে দেশব্যাপী ৩.৭৪ লক্ষ মেঃটন খাদ্যশস্য রয়েছে।

ভিজিএফঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করছে। সাধারণত দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দরিদ্র মানুষদের জীবিকা পুনর্বহাল না হওয়া পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে এই সহায়তা প্রদান করা হয়। প্রতি পরিবারকে মাসিক ২০-৪০ কেজি করে চাল ২-৫ মাস পর্যন্ত প্রদান করা হয়। এছাড়া, মা ইলিশ ও জাটকা আহরণে বিরত থাকা জেলেরাও ভিজিএফ সহায়তা পেয়ে থাকেন। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে দরিদ্র জনগণও ভিজিএফ সহায়তা পান। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে এ খাতে ৪ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য শস্যের অনুকূলে ১,৭৩০.৮১ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

জিআরঃ দুর্যোগকালে দরিদ্র মানুষকে জরুরি খাদ্য সহায়তা হিসেবে জিআর (চাল) সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিআর হিসেবে ১.২৫ লক্ষ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ রাখা হয়। টাকার হিসেবে এ বরাদ্দের মূল্যমান ৫৪০.৮৮ কোটি টাকা।

অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচিঃ বছরের কর্মহীন সময়ে অতি দরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন এবং যে কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর দুর্যোগ মোকাবেলার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। মূলত কর্মহীন ও আপদকালীন সময়ে অতি দরিদ্র মানুষের জীবিকা নির্বাহের বিকল্প হিসেবে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে এটি চালু হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় বছরের দু'টি কর্মহীন সময়ে দু'বারে ৪০ দিন করে মোট ৮০ দিন অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮.২৭ লক্ষ অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থানের জন্য ১,৬৫০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় চলমান কর্মসূচি/প্রকল্প

দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে নানা ধরনের ভাতা ও খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের মধ্যেই সরকার তার দায়িত্ব সীমাবদ্ধ রাখেনি। অধিকন্তু সরকার বিভিন্ন

উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দারিদ্র্য বিমোচন তথা সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতে মোট ৭৩টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্তহয়েছে। এর মধ্যে ৬৩টি চলমান প্রকল্প এবং অবশিষ্ট ১০টি প্রকল্প নতুন করে সংযোজন করা হয়েছে। এসব প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১৭,৯৯৯.৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাভুক্ত কয়েকটি প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

আশ্রয়ণ-২ (দারিদ্র্য বিমোচন ও পুনর্বাসন) প্রকল্প

ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবারগুলোকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে গ্রহণ করা হয় আশ্রয়ণ প্রকল্প। ১৯৯৭-২০০২ সাল পর্যন্ত ৩০০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৭,২১০টি পরিবারকে এ প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসন করা হয়েছে। এছাড়া, ২০০২-২০১০ মেয়াদে আশ্রয়ণ (ফেইজ-২) প্রকল্পের অধীনে ৬০৮.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৮,৭০৩টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। আশ্রয়ণ প্রকল্প ও আশ্রয়ণ (ফেইজ-২) প্রকল্পের সাফল্য ও ধারাবাহিকতায় ২০১০-২০১৯ মেয়াদে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় মোট ২.৫ লক্ষ গৃহহীন, ছিন্নমূল পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত ১,৭৮,৯৫৭টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। ১৯৯৭ সাল থেকে মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত সকল আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় মোট ২,৮৪,৮৭০টি গৃহহীন, ছিন্নমূল পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ, ঋণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অধীনে মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত ৩৭,৫২৫ জন উপকারভোগীকে আয়বর্ধক পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেক পরিবারকে ৩০.০০ হাজার টাকা ঋণ দেয়া হয়। এখন পর্যন্ত এ প্রকল্পের আওতায় ৫৩.৭৫ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, বিজিএফ, বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান, নলকূপ স্থাপন, লেট্রিন ও বাথরুম স্থাপনের কাজ করা হচ্ছে। এটি একটি সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প।

গৃহায়ন তহবিল

গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের বাসস্থান নিশ্চিতকরণ তথা দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে গৃহায়ন তহবিল গঠন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক গৃহায়ন তহবিলের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। তহবিল থেকে গৃহ প্রতি ৭০.০০ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে জড়িত এনজিওসমূহকে ১.৫ শতাংশ সরল সুদে এবং এনজিওগুলো সর্বোচ্চ ১০ বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ৫.৫ শতাংশ সরল সুদে উপকারভোগীদের ঋণ প্রদান করে থাকে। ৬১৬টি এনজিও ৬৪টি জেলার ৪০৪টি উপজেলায় গৃহায়ন ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ৩১৪.৩৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৭৮,৫৬১টি গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে এবং মোট ৩,৯২,৮০৫ জন দরিদ্র মানুষ উপকৃত হয়েছে।

গৃহ নির্মাণ কার্যক্রম ছাড়াও দরিদ্র নারীশ্রমিকদের আবাসনের জন্য গৃহায়ন তহবিল কাজ করছে। এ তহবিলের অর্থায়নে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ২৪.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে সাভারের আশুলিয়ায় একটি মহিলা হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে ৭৪৪ জন মহিলা শ্রমিক আবাসিক সুবিধা পাবেন।

উল্লিখিত কার্যক্রম ব্যতীত বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক পরিচালিত 'ঘরে ফেরা' কর্মসূচিতে গৃহায়ন তহবিল থেকে ২.০০ কোটি টাকা মঞ্জুরি প্রদান করেছে। শ্রম অধিদপ্তরের অধীনে চট্টগ্রামের কালুরঘাট ও নারায়ণগঞ্জের বন্দর থানায় দুটি শ্রমিক হোস্টেল নির্মাণে গৃহায়ন তহবিল ২৫.০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। তহবিল থেকে সুবিধা বঞ্চিত চা শ্রমিকদের জন্য গৃহ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। গৃহায়ণ ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি এ তহবিল হতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ঋণগ্রহীতাদের মাঝে ১০.৮৪ টাকা অনুদান বিতরণ করেছে।

দারিদ্র্য বিমোচনে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও'জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি ২০০১' এর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী একটি স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি কর্ম - পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের দারিদ্র্য বিমোচন তথা সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক কয়েকটি প্রকল্পের এবং বিভাগের অধিভুক্ত কয়েকটি সংস্থা ও ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

একটি বাড়ি একটি খামার

'একটি বাড়ি একটি খামার' একটি স্থায়ী দারিদ্র্য বিমোচন মডেল। প্রতিটি বাড়িকেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ভূমিহীন অর্থাৎ শূন্য থেকে ৫০ শতক জমির মালিক, চরাঞ্চল/অনগ্রসর এলাকায় এক একর জমির মালিক, সর্বোপরি দরিদ্র বলে সর্বজন স্বীকৃত মানুষই এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত হবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অভীষ্ট-১

'সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান' এবং অভীষ্ট-২ 'ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার' অর্জনের লক্ষ্যে প্রকল্পটি ৬৪টি জেলার সকল ইউনিয়নের প্রত্যেক ওয়ার্ডে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো নিজস্ব স্থায়ী পুঁজি সৃষ্টি ও তার স্থায়ী ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি করা। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত সারা দেশে ৯২,৪৪৬টি সমিতি গঠন করা হয়েছে। এসব সমিতির মাধ্যমে মোট ৪১.৪৮ লক্ষ পরিবারের ২.০৬ কোটি দরিদ্র মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছেন। প্রকল্পের অধীনে প্রতি গ্রামে হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালন, মৎস্য ও সবজি চাষ এবং নার্সারির ন্যায় জীবিকায়ন খামার গড়ে উঠেছে।

প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের ফলে ২০২১ সালের মধ্যে ৫০ লক্ষ পরিবার তথা ২.৫০ কোটি মানুষ স্থায়ীভাবে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেয়ে বাংলাদেশকে দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

প্রকল্পের আওতায় গঠিত গ্রাম উন্নয়ন সমিতি ও তার স্থায়ী তহবিল ব্যবস্থাপনার জন্যে সরকার পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছে। ৪৮৫টি উপজেলায় এ ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) - ৩য় পর্যায়

দেশের দারিদ্র্য পীড়িত এলাকার দারিদ্র্য হ্রাস ও গ্রামীণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন এবং গ্রামকে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১০,০৩৫টি সমিতি গঠনের মাধ্যমে নানা ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ৩.৫ লক্ষ লোকের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ১.৬৪ লক্ষ জনের আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সমবায় অধিদপ্তর

কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমবায়ের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। বর্তমানে সারাদেশে ১,৭৫,৩১০টি নিবন্ধিত সমবায় সমিতি রয়েছে। এর মধ্যে জাতীয় পর্যায়ের সমিতি ২২টি, কেন্দ্রীয় সমিতি ১,১৯১টি এবং প্রাথমিক সমিতি ১,৭৪,৭০৯টি। এ সকল সমবায় সমিতির কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ প্রায় ১২,২৮২.৯১ কোটি টাকা। সমবায় সমিতির সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে বেসরকারি খাতে বীমা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য 'বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স লিঃ' প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে সারা দেশে এর অধীনে ৮০৩টি সমিতি রয়েছে। এর মধ্যে ৯টি জাতীয় পর্যায়ের সমবায় সমিতি, ১২০টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি এবং ৬৭৪টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি। বর্তমানে এ সমিতির শেয়ার মূলধন ৬৩.৭৭ লক্ষ টাকা এবং সংরক্ষিত তহবিল ৭৫.৩১ লক্ষ টাকা। বাংলাদেশে সমবায় কর্মকাণ্ডকে ফলপ্রসূ ও গতিশীল করার জন্য সমবায় অধিদপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে 'উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনমান উন্নয়ন' এবং দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গংগাচড়া উপজেলার ডেইরী সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্প দু'টি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিআরডিবি অপরিসীম ভূমিকা রাখছে। সংস্থাটি এ পর্যন্ত পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকাণ্ডমূলক ১১৬টি প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। বর্তমানে দারিদ্র্য বিমোচনমূলক ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড ভিত্তিক এডিপিভুক্ত ৪টি প্রকল্প/কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বিআরডিবির বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিগুলো হচ্ছেঃ ক) উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি; খ) অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩; গ) গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প এবং ঘ) সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি। এছাড়া, বিআরডিবির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, ঋণ কার্যক্রমসহ ১১টি কর্মসূচি চলমান আছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত বিআরডিবি ক্রমপুঞ্জিতভাবে মোট ১৬,১১৭.৩০ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। বর্ণিত সময় পর্যন্ত ১৪,৬৩২.৪৩ কোটি টাকা ঋণ আদায় করেছে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা

বার্ড পল্লী অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধি, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা ও উন্নয়ন কর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানসহ গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করছে। সাম্প্রতিক সময়ে বার্ড জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, পরিবার পরিকল্পনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় মহিলা উদ্যোক্তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নসহ নানা বিষয়ে গবেষণা করছে। ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত বার্ড ৬৯৫টি গবেষণা পরিচালনা করেছে। সংস্থাটি বর্তমানে দারিদ্র্য বিমোচন, ক্ষুদ্রঋণ, নারী শিক্ষা, পুষ্টি উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর বিষয়ে ১০টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া

১৯৭৪ সালে পল্লী উন্নয়ন (আরডিএ) বগুড়া প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা এবং পরামর্শ সেবা প্রদান প্রতিষ্ঠানটির মূল কাজ। একাডেমির প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর, দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানবসম্পদ উন্নয়ন। মার্চ ২০১৮ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত আরডিএ ৩৩৭টি ব্যাচে ২১,৩৮০ জনকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এছাড়া, প্রতিষ্ঠার পর থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ৫,৫২,৮০০ জন এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। আরডিএ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশে প্রথমবারের মত 'পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা-ইন-রুরাল ডেভেলপমেন্ট' কোর্স চালু করা হয়েছে। ২০১৮ সাল পর্যন্ত মোট ৮২ জন এই ডিগ্রী অর্জন করে স্বাবলম্বী হয়েছেন। মার্চ ২০১৮ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত আরডিএ-তে মোট ৬টি গবেষণা ও ১টি প্রায়োগিক গবেষণা এবং শুরু থেকে এ পর্যন্ত মোট ৪৬০টি গবেষণা ও ৪২টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প সম্পন্ন করেছে। বর্তমানে ১২টি গবেষণা এবং ৮টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প চলমান আছে।

সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের টাকায় বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার ৮টি চর ইউনিয়নে দারিদ্র্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এমন ১৬ হাজার জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে আরডিএ একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া, কৃষি জমি সাশ্রয়, পল্লী এলাকার মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও গ্রামাঞ্চলে উন্নত আবাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আধুনিক সকল সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবনবিশিষ্ট 'পল্লী জনপদ' নির্মাণ শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পটি একাডেমি বাস্তবায়ন করছে। 'পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও বিস্তার এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন' শীর্ষক আরেকটি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প আরডিএ বাস্তবায়ন করছে।

একাডেমির সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ১২৮.৪৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। একই সময়ে ১১৮.৫২ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে পিডিবিএফ গঠিত হয়। দেশের ৫৫টি জেলার ৩৫৭টি উপজেলায় পিডিবিএফের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, এর উপকারভোগী ৯৭ শতাংশই মহিলা। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত পিডিবিএফ ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাঋণ হিসেবে মোট ১০,৬৩১.০২ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করেছে।এর ফলে প্রায় ২০ লক্ষ গ্রামীণ জনগণের বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে ।

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

১৯৯৪ সালে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন পরিবারের বিশেষত মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনই এ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য। ২০০৭ সাল থেকে ফাউন্ডেশন ঋণ কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে ৩৬টি জেলার ১৭৪টি উপজেলায় ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ফাউন্ডেশনের আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে মোট ৮১৫.৩৭ কোটি টাকা জামানতবিহীন ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়েছে। একই সময় পর্যন্ত মোট ৬৬৫.৪৪ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে। এছাড়া, সদস্যরা ঋণ বিনিয়োগের আয় থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে ৭০.৪৫ কোটি টাকা 'নিজস্ব পুঁজি' গঠন করেছেন।

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়ায় বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২০১২ সালে এর নামকরণ করা হয় 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)'। একাডেমিটি মূলত প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ক কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন প্রতিষ্ঠানটির আরেকটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। এছাড়া, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি এবং বিত্তহীন ও বেকার জনগোষ্ঠীর দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি ও অকৃষি খাতের বিভিন্ন উপার্জনমূলক কর্মকাণ্ডে বাপার্ড প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৩৪,৬৯০ জন সুফলভোগী এবং সরকারি/বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বেকারদের কর্মসংস্থানে কর্মসংস্থান ব্যাংকের কার্যক্রম

দেশের বেকার জনগোষ্ঠী বিশেষ করে শিক্ষিত বেকার যুবকদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাংকটি উৎপাদনমুখী ও

আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে যুব সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করতে ঋণ প্রদান করে। বর্তমানে সারা দেশে ২৪৬টি শাখার মাধ্যমে ব্যাংকটির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

কর্মসংস্থান ব্যাংকের নিজস্ব ঋণ কর্মসূচি

ব্যাংকের নিজস্ব কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ৫,২৮,০৬৫ জন উদ্যোক্তার মধ্যে মোট ৪,৯২৭.৭১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। একই সময় পর্যন্ত ৪,৩৮৭.০৮ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে।

শিল্প কারখানার স্বেচ্ছা অবসর প্রাপ্ত/ কর্মচ্যুত শ্রমিক কর্মচারীদের কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা (শিকাশ্র)

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী ব্যাংক কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করছে। শিল্প কারখানা/প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছা অবসর প্রাপ্ত শ্রমিক/কর্মচারীদের পুনরায় আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কর্মসূচিটির আওতায় ১৯,৬৫৬ জন শ্রমিক/কর্মচারীকে ১০৯.০৮ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। একই সময়ে ৯৮.৭৫ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে।

কৃষিভিত্তিক শিল্পে ঋণ সহায়তা কর্মসূচি (কৃভিশি)

অর্থ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় কর্মসংস্থান ব্যাংক আবর্তক তহবিলের মাধ্যমে কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করছে। কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ৬৬.৮৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এতে কৃষিভিত্তিক শিল্পে নিয়োজিত ২,৩২৮ জন উদ্যোক্তা সরাসরি উপকৃত হয়েছেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ কর্মসূচি

বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ সহায়তায় ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে কর্মসংস্থান ব্যাংক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ঋণদান কর্মসূচি শুরু করে। তাছাড়া, ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে জাত উন্নয়নপূর্বক দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম কর্মসূচিটি চালু করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তায় পরিচালিত এ দু'টি কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত মোট ২০,৮৩৮ জন উদ্যোক্তার মাঝে ২৮৩.২৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

কর্মসংস্থান ব্যাংক কর্তৃক ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ ও আদায় সংশ্লিষ্ট তথ্য সারণি ১৩.৮ এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১৩.৮: কর্মসংস্থান ব্যাংকের ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের তথ্য

(কোটি টাকা)

	কর্মসূচির নাম	বিতরণ	আদায়কৃত	আদায়ের হার (%)	সুবিধাভোগী	কর্মসংস্থান সৃষ্টি
১	নিজস্ব কর্মসূচি	৪৯২৭.৭১	৪৩৮৭.০৮	৯৫	৫২৮০৬৫	১৯০৬৩১৫
২	বিশেষ কর্মসূচিঃ					
	ক) শিকাশ্র ঋণ কর্মসূচি	১০৯.০৮	৯৮.৭৫	৯২	১৯৬৫৬	৭০৯৫৮
	খ) কৃষি ভিত্তিক শিল্পে ঋণ কমসহায়তা	৬৬.৮৩	৭৫.২৮	৯৭	২৩২৮	৮৪০৪
	গ) বিবিধ ঋণ কর্মসূচি	২৮৩.২৯	১৯৫.০২	৯৭	২০৮৩৮	৭৫২২৫
	সর্বমোট	**৫৩৮৬.৯১**	**৪৭৫৬.১৩**	**৯৫**	**৫৭০৮৮৭**	**২০৬০৯০২**

উৎসঃ কর্মসংস্থান ব্যাংক।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পল্লীকর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক নিরাপত্তা ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকণে কাজ করছে। সারা দেশে ২৭৮টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে সংস্থাটি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সহযোগী সংস্থাসমূহের সদস্যদের প্রায় ৯১ শতাংশই মহিলা। চলতি অর্থবছরে পিকেএসএফ বিভিন্ন খাতে মোট ৩,৭১৫.০০ কোটি টাকা আর্থিক পরিসেবার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত সহযোগী সংস্থাসমূহের অনুকূলে মোট ১,৬৩৬.০৭ কোটি টাকা বিতরণ করেছে। একই সময়ে সহযোগী সংস্থাগুলো সদস্য পর্যায়ে মোট ২৩,৭৮৬.০৭ কোটি টাকা বিতরণ করেছে।

১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে মোট ৩২,৬৮৪.২৮ কোটি টাকা সহায়তা প্রদান করেছে। বর্ণিত সময়ে সহযোগী সংস্থাগুলো সদস্য পর্যায়ে ৩,২৯,৮৯৩.৮৬ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। পিকেএসএফ আর্থিক পরিসেবা কার্যক্রম ছাড়াও সার্বিক দারিদ্র্য বিমোচন তথা মানুষের জীবনমান উন্নয়নেও বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নিয়েছে।

তৃণমুল পর্যায়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য 'দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি' নামক একটি সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। দেশের ৬৪ জেলার ১৬৪টি উপজেলার ২০২টি ইউনিয়নে কর্মসূচির কার্যক্রম চলমান আছে। কর্মসূচির আওতায় ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ১১৬টি সহযোগী সংস্থার ৩৭৬টি শাখার মাধ্যমে ১২.৪৭ লক্ষ পরিবারের প্রায় ৫৬.৯২ লক্ষ সদস্যকে বিভিন্ন কার্যক্রমে

সম্পৃক্ত করা হয়েছে এবং ১,১৭৫ জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসন করা হয়েছে

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও মোকাবেলায় সহায়তার লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দুর্যোগ মেকাবেলা ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে ভুক্তভোগীদের অগ্রিম শ্রম ও সম্পদ বিক্রি থেকে রক্ষা করতে দ্রুত আর্থিক সুবিধা দিতেই এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এতে করে উপকূল এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠী নানা ধরনের দুর্যোগ ও দুর্যোগ পরবর্তী দুরবস্থা মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জন করতে পারছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলার লক্ষ্যে পিকেএসএফ পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট প্রতিষ্ঠা করেছে। এ ইউনিটের মাধ্যমে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা সংক্রান্ত নানা কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

বয়স্ক লোকদের জীবনমান উন্নয়ন তথা সার্বিক কল্যাণে পিকেএসএফ 'প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি' বাস্তবায়ন করছে। দেশের সকল জেলার ২১৮টি ইউনিয়নের ৩,২০ লক্ষ প্রবীণ এ কর্মসূচির আওতায় নানা ধরনের সুবিধা পাচ্ছেন।

স্বল্প আয়ের মানুষের উন্নত আবাসন তৈরির লক্ষ্যে নতুন বাড়ি নির্মাণ, পুরাতন বাড়ি সংস্কার এবং সম্প্রসারণে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সংস্থাটি 'লো ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং সাপোর্ট প্রজেক্ট' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ১৩টি নির্বাচিত পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

পিকেএসএফ এর নিজস্ব অর্থায়নে 'কৃষি ইউনিট' এবং 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট' নামক দুটি ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত ইউনিট দুটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ভিত্তিক আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডের ভ্যালু চেইন প্রতিষ্ঠা করা। এছাড়া, কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক প্রযুক্তি সম্প্রসারণ এবং উৎপাদিত পণ্য ও উপজাত দ্রব্যের বাজারজাতকরণ নিশ্চিত করতে ইউনিট দুটি কাজ করছে।

দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা এবং দেশে- বিদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বাস্তবায়নাধীন 'স্কিল ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইআইপি)' প্রকল্পে বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থা হিসেবে পিকেএসএফ কাজ করছে। প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় দরিদ্র অদক্ষ জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

অতি দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ে অধ্যয়নরত ১৪ হাজার শিক্ষার্থীকে প্রায় ২০.০০ কোটি টাকার বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, দারিদ্র্য বিমোচনের বহুমাত্রিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে সংস্কৃতি ও ক্রীড়া উন্নয়নেও পিকেএসএফ কাজ করছে।

মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ

গ্রামীণ দুঃস্থ ও অসহায় মহিলাদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ২০০৩-০৪ অর্থবছর থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। জাতীয় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করছে। এ কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত সর্বমোট ১,২৯,৯৩৭ জনকে ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয় মহিলা সংস্থাও মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মোট ১০৮টি শাখা অফিসের মাধ্যমে এই কার্যক্রম চলছে। জনপতি ৫,০০০-১৫,০০০ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত জাতীয় মহিলা সংস্থার অধীনে সর্বমোট ৫১,৭৪৬ জনকে ৭১.২৩ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ)-এর মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিবীক্ষন

বাংলাদেশে কর্মরত ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং এসব প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ২০০৬ সালে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে এমআরএ অনুমতি প্রদান করে। দেশে কর্মরত সকল সরকারি-বেসরকারি সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের তথ্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির অন্যতম প্রধান কাজ। এ কাজকে আধুনিকায়ন করতে ক্ষুদ্রঋণের ন্যাশনাল ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ৮১১টি প্রতিষ্ঠানকে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার সনদ দেয়া হয়েছে এবং নানা অনিয়মের অভিযোগে ১০৯টি প্রতিষ্ঠানের সনদ বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া, আরও ৫৩টি প্রতিষ্ঠানকে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার সাময়িক অনুমোদন দেয়া হয়েছে। জুন ২০১৮ পর্যন্ত এসব প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায়ে ঋণ স্থিতি পরিমাণ ৬৭,৫০৫ কোটি টাকা এবং সঞ্চয় স্থিতি ২৬,৩০৪ কোটি টাকা।

বেসরকারি সংস্থাসমূহের (NGO) ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসমূহ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে কাজ করছে। মূলত দারিদ্র্য বিমোচন,

শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানবসম্পদ উন্নয়নে এনজিওগুলো কাজ করছে। নিচে প্রধান ৯টি এনজিও'র সার্বিক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো:

ব্র্যাক

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশ্বের সর্ববৃহৎ এনজিও ব্র্যাকের অবদান অপরিসীম। এটি দেশের সবচেয়ে বড় ক্ষুদ্রঋণ দানকারী সংস্থা। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি ছাড়াও দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে ব্রাক কাজ করছে। ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত সংস্থাটি মোট ২,০৫,২৮১.৯৪ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। এর ফলে ৭১,১৪,৭২৬ জন উপকারভোগী প্রত্যক্ষভাবে লাভবান হয়েছেন, যাদের ৮৭ শতাংশই মহিলা।

আশা

১৯৯১ সালে বিশেষায়িত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আশা কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটির স্বল্প ব্যয় ও টেকসই ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ মডেল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের শুরু থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত আশা ক্রমপুঞ্জিভূতভাবে ১,৮৫,৮০৭.৭৫ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। বর্ণিত সময়ে সংস্থাটি থেকে মোট ৭০,০১,১১৪ জন সদস্য ঋণ নিয়ে উপকৃত হয়েছেন, যাদের প্রায় ৯১ শতাংশই মহিলা।

বুরো বাংলাদেশ

১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত বুরো বাংলাদেশ দেশের ৬৪টি জেলার ৪৪১টি উপজেলায় দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করছে। ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ১৭,২৭,৪০৩ জন উপকারভোগীর মাঝে ক্রমপুঞ্জিতভাবে ৩৩,০৭৫.৬৬ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করেছে। উপকারভোগীদের প্রায় ৯১ শতাংশই মহিলা।

কারিতাস

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষার উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে কারিতাস নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে ২৬টি জেলার ৬২টি উপজেলায় কারিতাসের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ২,৫৪,৮৬৭ জন উপকারভোগীর মাঝে কারিতাস মোট ৩,৯৮৪.০৭ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে।

এসএসএস

সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সোসাইটি ফর সোশ্যাল সার্ভিস (এসএসএস) কাজ করছে। দেশের ৩১টি জেলার ১৮৬টি উপজেলায় সংস্থাটি কাজ করছে। ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিতভাবে ৬,০০,৯০৬ জন সদস্য এসএসএস থেকে ক্ষুদ্রঋণ সুবিধা নিয়েছেন। ঋণ গ্রহিতাদের প্রায় ৯৮ শতাংশই মহিলা। বর্ণিত সময় পর্যন্ত সংস্থাটি ক্রমপুঞ্জিতভাবে ১৫৯৩৮.৬৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে এবং ১৪৩৭০.৯১ কোটি টাকা ঋণ আদায় করেছে।

শক্তি ফাউন্ডেশন

ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, কুমিল্লা, বগুড়া ও অন্যান্য বড় শহরের বস্তিতে বসবাসরত সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের ঋণ সুবিধা প্রদানে শক্তি ফাউন্ডেশন কাজ করছে। ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাটির মূল কার্যক্রম। এছাড়া, দরিদ্র মহিলাদের স্বাস্থ্য সেবাসহ নানা ধরনের সমাজ উন্নয়নে শক্তি ফাউন্ডেশন কাজ করছে। ফাউন্ডেশনটি ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিতভাবে ৮,২৫০.৮৪ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে। একই সময়ে ৭,৫১১.৪০ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ৪,৫১,৮৪৮ জন সংস্থাটির ক্ষুদ্রঋণ সেবা গ্রহণ করেছেন, যাদের ৯৭ শতাংশই মহিলা।

টিএমএসএস

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ব্যাবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তুলতে টিএমএসএস ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। দেশের ৫৭টি জেলার ৩৪৬টি উপজেলায় সংস্থাটি ঋণ দান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ৬৩,৭৮,১৫০ জন উপকারভোগীর মাঝে টিএমএসএস মোট ২৪,৯৪৪.৩৪ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। উপকারভোগীর প্রায় ৯৬ শতাংশই মহিলা।

প্রশিকা

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখার প্রত্যয়ে ১৯৭৫ সালে মানিকগঞ্জ থেকে প্রশিকার যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে দেশের ৫৯টি জেলায় এর কার্যক্রম বিস্তৃত। ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত সংস্থাটি মোট ৬,১৯০.৬৮ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। একই সময় পর্যন্ত প্রশিকা থেকে ঋণ নিয়ে উপকৃত হয়েছেন ২৭,৭৬,৩৪৪ জন দরিদ্র মানুষ।

স্বনির্ভর বাংলাদেশ

গ্রামীণ দরিদ্র মানুষকে আত্ম-নির্ভরশীল করে তুলতে স্বনির্ভর বাংলাদেশ কাজ করছে। ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাটির অন্যতম প্রধান কার্যক্রম। ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত স্বনির্ভর বাংলাদেশ তার প্রায় ১৭ লক্ষ উপকারভোগীর মাঝে মোট ২,২৫৬.৬৬ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। সংস্থাটির সেবা গ্রহিতার প্রায় ৮৩ শতাংশই মহিলা।

উল্লিখিত এনজিওগুলো ছাড়াও আরও বহু এনজিও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

পালন করে আসছে। বর্ণিত এনজিওগুলোর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সারণি ১৩.৯ এ উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.৯ঃ প্রধান প্রধান এনজিওসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির খতিয়ান

(কোটি টাকা)

সংস্থার নাম	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	ক্রমপুঞ্জিত ডিসেম্বর ২০১৮
ব্র্যাক								
বিতরণ	১০৪২২.২০	১২১১৪.৮৯	১৫১৯০.৪৯	১৯২৯৮.২৮	২৪৩০২.৭৮	২৯৩১৭.১৩	৩৫৩৬২.৭৬	২০৫২৮১.৯৪
আদায়	৯৬৮৯.৭৪	১০৯৬৬.১২	১৩২৮১.৭২	১৭১১৩৪.৮১	২১৫৬৩.৬৬	২৬৪৮৬.৮৫	৩১৫৫১.৪১	১৮৪৪৮৪.১৬
সুবিধাভোগী	৫৮৩৫৮৬১	৫৬৪০৬৮৪	৫৫১০৯০৫	৫৩৭৭৯৫১	৫৯৫৭৯৫৪	৬৪৮৩৪৮৬	৭১১৪৭২৬	৭১১৪৭২৬
মহিলা	৫৩৮০২৬৫	৫০৭৪১৮১	৪৮৭৬৪৪৫	৪৬৭১০০৪	৫১৮৮২০৬	৫৬৩৩১২১	৬১৬৫১১৯	৬১৬৫১১৯
পুরুষ	৪৫৫৫৯৬	৫৬৬৫০৩	৬৩৪৪৬০	৭০৬৯৪৭	৭৬৯৭৪৫	৮৫০৩৬৫	৯৪৯৬০৭	৯৪৯৬০৭
*** আশা**								
বিতরণ	৯৬১৮.২৭	১০২৬৩.৯৭	১৪৬৩৮.৫৭	২০৯০৫.৬৮	২৬৯৫৮.৬৩	২৯৮৩১.৪২	২৯৬৮১.৪২	১৮৫৮০৭.৭৫
আদায়	৯৫৪৪.৫২	৯৯০৮.৩৬	১১৭৯৫.৩২	১৭৬৫০.০৮	২৩৫১৫.৩৭	২৭০৩৬.৪১	২৮৯৫৩.৩৪	১৭০১৬৬.৩১
সুবিধাভোগী	৪৮৫৯৫৮৮	৫৩২২৩৫১	৬৯০২০২৪	৭৬৮৬২৫৫	৭৮৩৯১১৯	৭৮৩৯১১৯	৭৫৭৭৩৫৫	৭০০১১১৪
মহিলা	৪৬৯৮৭১৬	৪৯০৫১৭৫	৬৩১৯৫০২	৭০৩৩৫২১	৭১৭১২৭১	৭১৭১২৭১	৬৯৩০৪৭৪	৬৪০৫১১৭
পুরুষ	১৬৬১৮৯	৪১৭১৭৬	৫৮২৫২২	৬৫২৭৩৪	৬৬৭৮৪৮	৬৬৭৮৪৮	৬৪৬৮৮১	৫৯৫৯৯৭
বুরো বাংলাদেশ								
বিতরণ	-	২২১১.৮৯	২৩৬২.৮৫	২৬৩০.০২	৩৯৫১.৫৪	৫৪৩৯.৩৮	১০৪৬০.৫০	৩৩০৭৫.৬৬
আদায়	-	১৫৯৯.৫৭	২২৯০.৩৫	২৩৫৫.৮৮	৩১৫৪.৮১	৪৬০৪.৮২	৮৯৭৮.৮০	২৮৩১৬.০৮
সুবিধাভোগী	-	১১০৪৭১৭	১০৫৩০৩৫	১২৬৯৪১১	১৩৫৬৫৭২	১৪৪৯০৮৫	১৬৪৯৯২৩	১৭২৭৪০৩
মহিলা	-	১০৩৪৩১৭	৯৮২৪৭৪	১১৬৮৯৪৫	১২৪১৬৮৭	১৩২৯৭১৯	১৫০১৫৬৪	১৫৫৯৩৭৬
পুরুষ	-	৭০৪০০	৭০৫৬১	১০০৪৬৬	১১৪৮৮৫	১১৯৩৬৬	১৪৮৩৫৯	১৬৮০২৭
কারিতাস								
বিতরণ	২৬৫.৯৩	২৮৬.৪	২৯৭.৩৫	৩১৭.১৬	৩৮০.৪৫	৪৪৮.৫২	৪৮৩.২০	৩৯৮৪.০৭
আদায়	২৫২.২৮	২৭৩.৭৬	২৯১.৬২	৩১০.০৭	৩৪৬.৫৫	৪১২.০৫	৪৬২.২১	৩৭১৩.৯৫
সুবিধাভোগী	১৯২৫১	১০৯২৮	৩৭৮৯৭	২৯২১৭	৬৬১৯	২৫২৬	৪০৭০	২৫৪৮৬৭
মহিলা	১১৪৩১	৫৬৪৮	২২৮১৮	১৮৪২১	৭৮৩২	২৪২৯	২১৫৪	২২০৪৯১
পুরুষ	৭৮২০	৫২৮০	১৫০৭৯	১০৭৯৬	১২১৩	৯৭	১৯১৬	৩৪৩৭৬
এসএসএস								
বিতরণ	৪৬৩৯.৬৬	১২৪৯.০৬	১৩১৬.৩২	১৬৮৬.২৬	১১৪৯.৬৭	২৭৬২.৫০	৩১৩৫.২০	১৫৯৩৮.৬৭
আদায়	৪০৮২.১৩	১২৩৭.৫৮	১২২৯.৩৩	১৫০৭.১৭	৯২৩.২৪	২৩১৭.৬৮	৩০৭৩.৭৮	১৪৩৭০.৯১
সুবিধাভোগী	৪৭৪০০০	৪৬১১১৯	৪৭৩১১৬	৫০৭২৯৫	৫৭৯১৮২	৬১৬৫৮৫	৬০০৯০৬	৬০০৯০৬
মহিলা	৪৫৯৮৮৬	৪৪৮৬৫৮	৪৬২৫৬৭	৪৯৮৫১৮	৫৬৮৬৯৪	৬০০৫২৯	৫৮৫৯৫১	৫৮৫৯৫১
পুরুষ	১৪৫৫৪	১২৪৬১	১০৫৪৯	৮৭৭৭	১০৪৮৮	১৬০৫৬	১৪৯৫৫	১৪৯৫৫
শক্তি ফাউন্ডেশন								
বিতরণ	৫০৬.৯০	৫৪১.০০	৬১৮.৬৫	৭৪৫.৭৯	১০০১.৪৫	১১৭৫.০৩	১৩২২.৩৭	৮২৫০.৮৪
আদায়	৫৮০.৮০	৫১৯.০০	৫৭০.৩৫	৬৬৯.৯৬	৮২৬.৪৯	১০১৭.০২	১২৩২.৮১	৭৫১১.৪০
সুবিধাভোগী	-		৪৯৬০৪০	-	-	৫২১৭৫১	-	৪৫১৮৪৮
মহিলা	-		৪৭৬৮০	-	-	৫০৭৬২৮	-	৪৪০২২৭
পুরুষ	-		১৬৩৬০	-	-	১৪১২৩	-	১১৬২১
টিএমএসএস								
বিতরণ	-	-	১৮৯৪.৪৯	২৯৬৩.৮০	২৬২৩.৯৮	৩৩০৫.৮৫	৪২৪৫.০৩	২৪৯৪৪.৩৪
আদায়	-	-	১৬২৩.৯৮	২৫৪০.৪২	২৪৬০.৩৫	২৯১৮.২৮	৩৮৩৮.৮৪	২২২৯৪.৩২
সুবিধাভোগী	-	-	৫৬৪১২৭	৫১৯১১৮	৪৫৯৫৫৮	৫০৩৯৪২	৫৭৬৬৮৩	৬৩৭৮১৫০
মহিলা	-	-	৫৪৪৩৮৩	৪৯৯৯১০	৪৪১১৭৬	৪৯২৭২২	৫৬৮২০৭	৬০৯৯৪০২
পুরুষ	-	-	১৯৭৪৪	১৯২০৮	১৮৩৮২	১১২২০	৮৪৭৬	২৭৮৭৪৮
প্রশিকা								
বিতরণ	২৩০.২৩	১১৮.৭১	২২২.৪২	২১৯.৫১	১৭৮.০২	২৫৫.৭৫	৩৫১.১৮	৬১৯০.৬৮
আদায়	২৮০.০৩	১২০.২৯	২১৫.৯৮	২১৫.২২	১৬২.৭৮	২৩১.৬২	২৯৭.৮৫	৫৯৭২.৬৯
সুবিধাভোগী	১৩৯৬৪৫	১৩০৫২২	১০৮৫৯০	৯২৫৩৫	৭৯১১৯	১১০৪৮৩	১৪০৪৭১	২৭৭৬৩৪৪
মহিলা	১০৬৭৩২	৯১৩৬৫	৭৬০১৩	৭৪২১৫	৫৩৮০১	৭৮৪৪৩	১০৩৯৪৯	১৭৪৩৪৭৫
পুরুষ	৩২৯১৩	৩৯১৫৭	৩২৫৭৭	১৮৩২০	২৫৩১৮	৩২০৪০	৩৬৫২২	১০৩২৮৬৯
স্বনির্ভর বাংলাদেশ								
বিতরণ	২২০.০০	১৯৭.০০	২০১.০০	৯৮.০০	১৩৫.০০	১১৩.০০	৫০.০০	২২৫৬.৬৬
আদায়	১৯২.০০	১৮৬.০০	১৯৭.০০	১০৩.০০	১৪৭.০০	১৩৩.০০	৬৬.০০	২০২৯.৪০
সুবিধাভোগী	১২১২৫১	১০৩১৮১	১০৬৯৪৭	৫৫৪৭৫	৮৫৬৩২	৬৫৮৩২	১৫৬২৫	১৬৮১৪৮৯
মহিলা	১০০১০৩	৮৫৫৭৩	৮৬৬২৭	৩৭৮৮০	৬৭০২০	৫০৬২২	১২১২৫	১৩৯৯১৬০
পুরুষ	২১১৪৮	১৭৬০৮	২০৩২০	১৭৫৯৫	১৮৬১২	১৫২১০	৩৫০০	২৮২৩২৯

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান। *ফেব্রুয়ারি ২০১৯পর্যন্ত।

গ্রামীণ ব্যাংক

১৯৮৩ সালে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রামীণ ব্যাংক উদ্ভাবিত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম দারিদ্র্য বিমোচনের নতুন মডেল হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি পায়। ব্যাংকটি মূলত গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের মাঝে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের মাধ্যমে তাদের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ২,৫৬৮টি শাখার মাধ্যমে ৬৪ জেলার ৪৭৯ উপজেলার ৮১,৬৭৮টি গ্রামে ৯১.৩২ লক্ষ সদস্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। সদস্যদের প্রায় ৯৭ শতাংশই মহিলা। ব্যাংকটি ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিতভাবে মোট ১,৯৪,৪৯০.৯০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে এবং একই সময়ে ১,৭৮,৯২০.৯৭ কোটি টাকা ঋণ আদায় করেছে। সারণি ১৩.১০ এ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ পরিস্থিতি উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.১০: গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

উপাদান	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	ক্রমপুঞ্জিত ফেব্রুয়ারি ২০১৯
বিতরণ	১২৯৪১.৪৫	১৩৮৯০.২৪	১৬৯৩৩.১৫	২০৭৮৯.১১	২৪৩২১.৫	১৭০৪৪.৯২	১৯৪৪৯০.৯০
আদায়	১২৫৬২.৪৮	১৩৫৩৪.৩৬	১৫১২৩.১৩	১৮২৭০.১৩	২২৫৫৯.৭	১৬৬৯৪.০২	১৭৮৯২০.৩৭
আদায়ের হার	৯৭.৫৩	৯৮.৩৩	৯৮.৮২	৯৯.২২	৯৯.১৩	৯৯.০৩	৯৯.০৩
সুবিধাভোগী	৮৬২৪৯৪৮	৮৬৮১৩০২	৮৮৫৩৯৬১	৮৯১৫৪৯১	৮৯৮৬০৫	৯১৩২৯৬৬	৯১৩২৯৬৬
মহিলা	৮৩০১৫৫৭	৮৩৪৫৬১০	৮৫৪৮০৬০	৮৬০৯৮৯৩	৮৬৮৯০০	৮৮৩৪৭০৬	৮৮৩৪৭০৬
পুরুষ	৩২৩৩৯১	৩৩৫৬৯২	৩০৫৯০১	৩০৫৫৯৮	২৯৭০৪৬	২৯৮২৬০	২৯৮২৬০

উৎস: গ্রামীণ ব্যাংক

তফসিলি ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

বিশেষায়িত কিছু সংস্থা ও এনজিও ব্যতীত তফসিলি ব্যাংকগুলোও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সারণি ১৩.১১ এ রাষ্ট্রায়ত্ত ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ২টি বিশেষায়িত ব্যাংকের প্রদত্ত ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.১১: তফসিলি ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

ব্যাংক	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯ (ফেব্রুয়ারি, ২০১৯)	ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত
সোনালী ব্যাংক									
বিতরণ	৭২৩.৯৫	৬৬৮.৯৯	১০৬৩.১৫	১০৪১.০০	১১২৭.০০	১১৮৭.৩০	১১৭০.২১	৪৪২.০৯	১৭২৬৬.৬০
আদায়	৮৫১.২৪	৮৬৫.৭২	১১৬৬.৯১	১২৪৪	১১৭৮	১৩০৬.০৮	১২৬৭.৯০	৫৫২.৩৩	১৯২২০.৩১
আদায়ের হার (%)	১১৭.৫৮	১২৯.৪১	১০৯.৭৬	৪৫.০০	৪৬.০০	৪৬.০০	৪২.৫২	২৬.০০	৯২.৪১
সুবিধাভোগী	১৫৯০৪৫	২৪৫৩৪৪	২৬২১৪৯	২২৯৭৭৩	২০৮৪৩২	২৯১৪২৯	৩১১০৫৮	১০৯৪৩৯	৭৮৬৭০০৪
অগ্রণী ব্যাংক									
বিতরণ	৮৪৭.৪১	৭৯৮.১৬	৬০২.০০	২১২০.৫০	১৭৮২.০২	৮৯৮.০০	২৭৪৮.৭৭	৩৩৪০.৯৪	১৩১৭১.৪১
আদায়	৮৭৮.৫৪	৮৩০.৩৫	৫২৮.০০	৩০৫১.৮৫	৩০০৭.৮৬	৯৯৬.০০	১৭৬৭.৮৫	১৪২৯.৩০	১২৯৫৬.৩৫
আদায়ের হার (%)	১০৩.৬৭	১০৪.০৩	৮৭.৭১	৭৪.০০	৬৭.০০	৮৮.০০	৬৪.৩১	৬২.০০	৯৮.৩৬
সুবিধাভোগী	১১৮৬৬৬	১১৭২৩৬	১৩২৩১৭	১২৮৮৫০	৯২৬৩৬	১৫০১৩৯	৩০৬৯৮	১৮৭৮০	৭৯৪২৭৬
জনতা ব্যাংক									
বিতরণ	৭২৬.৫২	৭৩৬.৪৮	৭৩৭.৩	৭৫১.৫৭	৭৪৪.৮২	৪৯৫.৫৭	৭৫১.৩৬	৫৯৭.৭৭	১১৫২৯.৯১
আদায়	৫৫৩.২৭	৫২৫.৫৪	৬৪১.৩৫	৬৯৮.৯১	৬৯১.২৩	৪৯০.২৩	৬৭৮.৫৭	৫৭০.৮৫	১১২১৮.৩৯
আদায়ের হার (%)	৭৬.১৫	৭১.৩৬	৮৬.৯৯	৯৩.০০	৯৩.০০	৯৯.০০	৪৮.০০	৫১.৪৮	৯৭.২৬
সুবিধাভোগী	১০৮২৫৪	২৪৫২৮৮	৫৪৮১৩৪	১০৪৫৬৩	৫৫৩৪১৩	৫৫২৩৯২	৭৫৩৭৮৫	৫৫৪৫৪৫	৩১৪০৩৮৫
রূপালী ব্যাংক									
বিতরণ	১৫.৬৭	১৬.৬৩	১২.১৭	১১.৪৪	১৯.৯৫	১০৫.৫০	৬১২.৩১	৪৪.১১	৯৮৬.৬৪
আদায়	১৭.৬৩	১৬.৬৮	১৭.৩৮	১৫.৭১	৩১.৩০	৫৯.৬৯	২৯৩.১৯	৩৬৭.৭৮	৯৩৯.৪০
আদায়ের হার (%)	১১২.৫১	১০০.৩	১৪২.৮১	১৩৭.৩২	১৬৬.০০	৫৭.০০	২৯৩.০০	৩৬৮.০০	৯৫.২১
সুবিধাভোগী	৯১৩৪	১৩৫৫৪	১৫৮৪৯	১৫২৫৫	১৪৮৮৬	৩০৬৯৭	৩৪৭৩১	৩৫০২১	৩৫০২১
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক									
বিতরণ	৫৫.২২	৭৩.৭০	১০০.৪৯	৯৬.৫৬	৫৭.৬১	৩১.১৫	৭২.১১	৪৪.৮০	১৯৩৭.৫৭
আদায়	৫৩.৬৯	৫১.৩৮	১০৯.৩৭	১০৬.৭৭	৫২.০৪	২১.১৩	৬৬.৪৯	২৭.৫০	১৬৭৩.২৩
আদায়ের হার (%)	৯৭.২৩	৬৯.৭২	১০৮.৮৪	১১১.০০	৫৩.১৭	৬৭.৮৩	৯২.২০	৬১.৩৮	৮৬.৩৬
সুবিধাভোগী	২৮৫৩৫	২৮২৮৪	১৪৯১৯	১৬৫২৯	১৬০৪৪	৭২৫৪	১২০৮০	৭৮০৮	১৯৯২৫৯৬

ব্যাংক	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯ (ফেব্রুয়ারি, ২০১৯)	ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক									
বিতরণ	২৯.২২	৩৯.০৪	৩৮.২৩	২৪.৮৮	১২.৭৩	২৫.৬৭	২২.৯৪	২২.৯৪	৫৪০.৪২
আদায়	১৯.৯৫	৩৭.০৩	৪০.৭৮	২৯.০৭	১৯.০৯	১২.১৯	৮.৯১	৮.৯১	৪০৭.২০
আদায়ের হার (%)	৬৮.২৮	৯৪.৮৫	১০৬.৬৭	১১৭.০০	১৫০.০০	৪৮.০০	৩৯.০০	৩৯.৪০	৭৫.৩৪
সুবিধাভোগী	১১৩৩৩	১২৬০২	১০৪৮০	৩৮৩২	৫৫৫২	৬২৫৩	৩৯৩০	২৬৯২	১১৬৪০৬
মোট									
বিতরণ	২৩৯৭.৯৯	২৩৩৩.০০	২৫৫৩.৩৪	৪০৪৫.৯৫	৩৬৯৭.২২	২৭৪৩.১৯	৫৩৭৭.৭০	৪৪৯১.৪৪	৪৫৪৩২.৫৫
আদায়	২৩৭৪.৩২	২৩২৬.৭০	২৫০৩.৭৯	৫১৪৬.৩১	৪৯৯৬.৫১	২৮৮৫.৩২	৪০৮২.৯১	২৯৫২.৮৩	৪৬৪১৪.৮৮
আদায়ের হার (%)	৯৯.০১	৯৯.৭৩	৯৮.০৬	৯৬.২২	৮৪.৪০	১০৫.১৮	৭৫.৯২	৬৫.৭৪	১০২.১৬

উৎসঃ সংশ্লিষ্টপ্রতিষ্ঠান। **দ্রষ্টব্য:** আদায়ের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের অনাদায়ী হিসেব অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে আদায়ের হার শতভাগের বেশি হয়েছে।

অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি

তফসিলি ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বেসরকারি ব্যাংকসমূহ দারিদ্র্যবিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। সারণি ১৩.১২ এ কয়েকটি বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ কর্মসূচির বিবরণ উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.১২: অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণের বিবরণ

ব্যাংক	সুবিধাভোগীর সংখ্যা			বিতরণ কোটি টাকা (ক্রমপুঞ্জিত ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত)	আদায়ের হার (%)
	মহিলা	পুরুষ	মোট		
আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক	৫৫৪৬৩১	৪৯৪৭৭১	১০৪৯৪০২	২২০৩.৪৮	৯৬.১৫
ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড	৩১৫৯	৬২৫৫৭	৬৫৭১৬	২৪৪৭৩.৫৮	৯১.০০
দি ট্রাষ্ট ব্যাংক লিমিটেড	১০৮৬	১৯১৮৪	২০২৭০	২৯৫.৬০	৯০.০০
সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	৬৭৫১	২২৫০	৯০০১	৫৯.৭৫	৯৯.০০
ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	২৯৬৭	৮৬৬৬৬	৮৯৬৩৩	১১২১৩.০০	৯৩.৩০
উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড	৮৭৬	১৪১৮৯	১৫০৬৫	৩২৪৫.৯০	৬৯.৭৭
পূবালী ব্যাংক লিমিটেড	৩৮১৬৩	৩০৬৬১	৬৮৮২৪	১৮০৭.৭৬	১০০
বেসিক ব্যাংক লিমিটেড	৫০৩৯৩২	১২৫৯৮৩	৬২৯৯১৫	৯৫৩.৫৬	৮০.৬৫
মোট	**১১১১৫৬৫**	**৮৩৬২৬১**	**১৯৪৭৮২৬**	**৪৪২৫২.৬৩**	**৮৯.৯৮**

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ।

মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি

দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক নানা ধরনের প্রকল্প/কর্মসূচির পাশাপশি সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয় /বিভাগ/সংস্থার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করছে। দারিদ্র্য বিমোচনের এই মডেলকে টেকসই করতে সরকার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করছে। এ লক্ষ্যে অর্থ বিভাগসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহ কাজ করে যাচ্ছে। সারণি ১৩.১৩ এ কয়েকটি মন্ত্রণালয়/ বিভাগের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের তথ্য উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৩.১৩: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সংস্থা	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯ (ফেব্রুয়ারী ২০১৯ পর্যন্ত)	ক্রমপুঞ্জিত (ফেব্রুয়ারী ২০১৯ পর্যন্ত)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	**বিআরডিবি**								
	বিতরণ	৮১৫.০৩	৮৮৪.৫৮	৯৮৫.৮৮	১০৬৫.৭৩	১১৭৩.৫২	১২৫২.৮৬	৬৪১.৪১	১৬১১৭.৩০
	আদায়	৭৮৯.৬৪	৮১৬.৮০	৯১০.৪২	৯৯৭.৪৮	১১০৬.১২	১১৬০.২৯	৬৬১.৭৮	১৪৬৩২.৪৩
	হার (%)	৯৪.০০	৯২.০০	৯২.০০	৭৩.০০	৯৪.০০	৭৫.০০	৬৩.০০	৯৭.০০
	পিডিবিএফ								
	বিতরণ	৫৯৯.১৬	৭১৬.৮২	৯১৫.২৬	৯৫৬.৯৩	১১৫৬.২৮	১২৬৬.৫০	৮৩১.৯৭	১০৬৩১.০২
	আদায়	৬২৯.১৫	৭২৪.৬৯	৯৪৬.৪৫	৯৪৬.০৯	১১৭৮.৩৫	১৩৫৯.৪৯	৯১৫.১৯	১১০৭৪.৭০
	হার (%)	৯৯.০০	৯৯.০০	৯৮.০০	৯৮.০০	৯৮.০০	৯৭.০০	৯৭.০০	৯৮.০০
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	**জাতীয় মহিলা সংস্থা**								
	বিতরণ	২.০০	৯.১৭	৩.০১	১.২৯	১.৫৫	১.৫৩	১.৮৯	৫৬.৪৫
	আদায়	২.১০	৭.৪৫	১.৬৬	৪.৭২	৫.২৫	২.৪০	২.৫২	৬৪.১২
	হার (%)	১০৫.০০	৮১.২৪	৫৫.৩৯	৩৬৫.৯	৩৩৭.১৩	১৫৭.৬৮	১৩৩	১১৩.৫৮
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	বিতরণ	৩.৪	৫.৫৬	৭.০০	৭.৯৮	৮.৬১	৯.৩৩	-	৭০.৫২
	আদায়	৯.০০	৩.২৫	৪.৫২	৮.০৩	৮.৭৯	৮.৮৩	-	৫৮.৯৯
	হার (%)	২৬৪.৭০	৫৮.৪৫	৬৪.৫৭	১০০.৬২	১০২.০৯	৫৯	-	৮৩.৬৪
শিল্প মন্ত্রণালয়	**সিরোটসি**								
	বিতরণ	১১.৯৪	১০.৪০	৯.৩৫	৮.৬৫	৭.৮২	৬.৪২	৩৪.৩১	৭৯.৫৭
	আদায়	১১.১৭	১০.৪৬	৯.৩৩	৮.৬৩	৭.৮১	৬.৫৩	৩৭.০৫	৭৮.২৯
	হার (%)	৯৩	১০০	৯৯	৯৯	৯৯	১০১	১০৭	৯৮
ভূমি মন্ত্রণালয়	বিতরণ	৭.৩২	৩.০২	৭.৫০	৬.৭০	৬.৭৯	৬.৬২	৩.৩৭	১৫৭.০৬
	আদায়	৩.৭৭	১.৬৩	৫.৬৭	৬.০৯	৬.৩৯	৬.২৫	২.৯৪	১২১.৮৫
	হার (%)	৫১.৫০	৫৩.৯৭	৭৫.৫৮	৯০.৯০	৯৪.১১	৯৪.৪১	৮৭.২৪	৭৭.৫৮
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	**বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড**								
	বিতরণ	১.৮৪	২.৬৫	৪০.৩৪	৪.০৪	৪.১০	৩.৬০	১.৫০	৭৪.৪৬
	আদায়	২.৬৫	২.৩৯	৩.১৬	৩.৪২	৪.২৩	৩.২৫	২.৩৮	৫৪.০৬
	হার (%)	৬০.৬৫	৬২.৭৬	৬৫.৬৫	৬৭.৮৯	৭০.২৫	৭০.৭০	৭১.৭৫	৭১.৫৭
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	**যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর**								
	বিতরণ	-	-	৯৭.৩৪	১০২.৬৪	১২১.৯৭	১৩৮.৮১	৮৪.৩১	১৮০৩.৪০
	আদায়	-	-	৮৯.৭৩	৯৯.২৯	১০৯.৯৩	১১৭.১৬	৭৭.০৭	১৫৬৫.০৯
	হার (%)	-	-	৮২.১৮	৯৬.৭৪	৯০.১২	৮৪.৪০	৯১.৪১	৮৬.৭৮
কৃষি মন্ত্রণালয়	**তুলা উন্নয়ন বোর্ড**								
	বিতরণ	১.১৬	১.২৫	১.৭১	১.২৩	১.২৭	১.৩৪	১.৫৬	১৬.০৫
	আদায়	১.২২	১.৩১	১.৭৮	১.২৮	১.৩৪	১.৪১	-	১৫.১৪
	হার (%)	১০৫.০৬	১০৪.৭৭	১০৩.৯৬	১০৪.৪৬	১০৪.৯২	১০৪.৫৯	-	৯৪.৩৩

উৎসঃ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়। **দ্রষ্টব্য:** আদায়ের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের অনাদায়ী হিসেব অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে আদায়ের হার শতভাগের বেশি হয়েছে।